খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 08 ❑ Issue 29 ❑ 03rd Oct., 2024 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

পুজোর অনুদানের টাকা বন্যা দুর্গতদের বিলি, আশীর্বাদ দুর্গতদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : আরজিকর কান্ডের প্রতিবাদে ইতি মধ্যেই একাধিক ক্লাব দুর্গাপুজোর অনুদান ফিরিয়ে দিয়েছেন। এবার রাজ্য সরকারের দুর্গাপুজোর অনুদান নিয়ে বন্যা দুর্গতদের ত্রাণের ব্যবস্থা করল বনগাঁর ক্লাব। পাশাপাশি বন্যা দুর্গত এলাকায় অন্যান্য ক্লাবের কাছেও তারা দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আবেদন জানালেন। শনিবার সকালে বনগাঁ ১২'র পল্লী স্পোর্টিং ক্লাব তথা লোকনাথ পুজো কমিটির এমন উদ্যোগকে স্যালুট জানিয়েছেন সাধারণ পৌর বাসিন্দারা।

এদিন ক্লাবের কর্মকর্তারা চাল ডাল বিস্কুট আটা সহ একাধিক খাদ্যদ্রব্য প্যাকেট করে নিয়ে বনগাঁ পৌরসভার ১৫ নম্বর ২০ নম্বর ও ২২ নম্বর ওয়ার্ডের প্লাবিত এলাকায় যান। হাতে খাদ্য সামগ্রীগুলি তুলে দেন।

প্রসঙ্গত, বঙ্গে ক'দিনের ব্যবধ্যানে পরপর দুটি নিম্নচাপে রাজ্যের একাধিক এলাকা প্লাবিত হয়েছে। রাজ্যের পাশাপাশি বনগাঁ পৌরসভার একাধিক এলাকায় জল ঢুকেছে। ইছামতি নদীর জল বাড়তে থাকায় ধীরে ধীরে এলাকা গুলিতে এখনো জল বাড়ছে। বনগাঁ দীনবন্ধু নগর, নয়া কামারগ্রাম সহ একাধিক এলাকায় বহু ঘরে জল ঢুকে গিয়েছে। বহু পরিবার কর্মহীন হয়ে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। ঘরবাড়িতে জল ঢোকায় এবারের দুর্গাপুজোর আনন্দ তাদের কাছে ম্লান হতে বসেছে।

ক্লাবের কর্ণধার তথা বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি নারায়ণ ঘোষ বলেন 'দুর্গত মানুষদের দুর্গাপুজোয় আনন্দ নেই, কাজ নেই, খাবার নেই। মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া অনুদানের

শক্তিগড় হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিদায় সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি: দীর্ঘ একযুগের অবসান হল। নিভল প্রদীপ, জ্বলল প্রজ্ঞা। হাজার হাজার বছর ধরে প্রজ্ঞার প্রদীপেই তো জ্বলে ভারতবর্ষের জ্ঞানশিখা। প্রকৃত প্রস্তাবে, এ প্রদীপ নেভে না, বরং তা পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর সোমবার দীর্ঘ একুশ বছর শক্তিগড় হাইস্কুল (উচ্চ মাধ্যমিক)-এর প্রধান শিক্ষকের পদটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পালন করে বিদ্যালয়ের সহকর্মী ও ছাত্রছাত্রীদের পুষ্পবৃষ্টি ও অশ্রুজলের মাঝে অবসর নিলেন শ্রীপ্রদীপকুমার সরকার। এদিন তিনি বিদ্যালয়ে যথাসময়ে কর্মজীবনের শেষ দিনটি পূর্ণ করবার উদ্দেশ্যে প্রাঙ্গণমাঝে তাঁর চরণধুলো রাখার সঙ্গে-সঙ্গেই ধ্বনিত হয় অর্ধশত শঙ্খনাদ। আবহাওয়ার পূর্বাভাস ছিল, বজ্রবৃষ্টি নামবে তুমুল। নামেনি। বরং ১৩ আশ্বিনে এসে বাঙালি এবারে দেখল প্রকৃতির বিরূপ খেয়াল, দেখল শরতের মাঝে তীব্র দাবদাহ। মহাকাশের রবির দহন তখন চরাচরে। তারই মাঝে নেপথ্যে বেজে ওঠে অন্য রবি। বেজে ওঠে কবেকার শ্রদ্ধা ও বেদনা নিয়ে চিরায়ত সুর 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে/ এ জীবন পুণ্য করো দহন-দানে।' সে-সুরে বৃষ্টি নামে

তৃতীয় পাতায়...

জলমগ্ন স্টেশন রোড, দুর্ভোগ

নীরেশ ভৌমিকঃ নিম্নচাপের ভারী বর্ষণে এলেকার খাল-বিল, ডোবা ও পুকুর সব প্লাবিত। সেই জল ছাপিয়ে মানুষজনের বাড়িঘর, রাস্তা-ঘাট সব জলমগ্ন। সমস্যায় সাধারন মানুষজন। চাঁদপাড়া রেল ষ্টেশনের সাউথ কেবিন পার্শ্বস্থ ঢাকুরিয়া কালীবাড়ি মন্দির থেকে ষ্টেশনে যাবার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। প্লাবিত জমা জল নামার কোন ব্যবস্থাই নেই। ফলে রেলযাত্রীসহ এলেকাবাসী মহাদুর্ভোগে পড়েছেন। স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরতে হলে মানুষজনকে ঘুরপথে যাতায়াত করতে হচ্ছে। নতুবা দিনে রাতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রেল লাইনের উপর দিয়েই যাতায়াত করতে হচ্ছে। অথচ রেল প্রশাসনের সেদিকে কোন নজর নেই। তাই ক্ষুব্ধ রেলযাত্রী সহ স্থানীয় মানুষজন। অন্যদিকে দীর্ঘদিন রেল সড়কে জল জমে থাকায় রাস্তার ধারের দোকানিরাও মহা সমস্যায় পড়েছেন। তারা দোকান খুলতে পারছেন না। খুললেও ক্রেতাদের দেখা মিলছে না। জল ডিঙিয়ে ক্রেতারা কেউ দোকানে যাচ্ছেন না। ফলে রুজি রোজগার বন্ধ ব্যবসায়িদের। অসহায় দোকানীরা কয়েকজন উদ্যোগী হয়ে মোটর পাম্প চালিয়ে অন্যত্র কিছু জল সরাবার প্রয়াস চালাচ্ছেন। রেল দফতর যদিও চাঁদপাড়া রেল ষ্টেশনকে অমৃতভারত ষ্টেশনের মর্যাদা দিয়েছেন। বছর খানেক পূর্বে কিছু কাজ শুরু হলেও কাজ কিছুই এগোচ্ছে না। ফলে রেল যাত্রী সহ এলেকার বাসিন্দাদের সমস্যা যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই রয়ে গেছে।

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক ।। শীততাপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।
২৪ ঘন্টাই খোলা
চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

IIAT
ISO 9001 : 2015 Certified Organisation
INDIAN INSTITUTE OF ACCOUNTS AND TAXATION
EXPERIENCED FACULTY INCLUDING CA, CMA & ADVOCATE
Tally Prime
MS-Excel
E-filing of Income Tax Return
GST(Goods and Service Tax)
TDS / TCS
ESI / PF
ROC E-Filing
Trademark Filing
Basic Computer
Bongaon, North 24 Parganas
Phone : 980452-2070 707489-8575
Website : www.iiat.in

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre, 5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৮ ❐ সংখ্যা ২৯ ❐ ০৩ অক্টোবর, ২০২৪ ❐ বৃহস্পতিবার

সন্ত্রস্ত নিরানন্দ পরিবেশের মাঝেই দেবীর আবাহন

চারিদিকে পুজো পুজো গন্ধ। উৎসবের আগমনের সংবাদে শুরু হয়েছে প্রাক্ উৎসব পর্ব। প্যাণ্ডেল সজ্জা, রাস্তায় রাস্তায় লাইটিং, কেনা-কাটার হট্টমেলা। এরই মাঝে আবার পরপর দু'বারের নিম্নচাপের ফলে বহু পরিবার ঘর ছাড়া হয়ে আশ্রয় নিয়েছে বিভিন্ন স্কুল- ত্রাণ শিবিরে। দুর্গা পুজোর আনন্দ তাদের কাছে এবার পুরোটাই মাটি। তিলোত্তমা কাণ্ডের পরও বঙ্গের নানা প্রান্তে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে নারকীয় ধর্ষণ- হত্যা কাণ্ড। মানুষ মানুষ হবে কবে? কবে সুবুদ্ধির উদয় হবে? রাজ্য জুড়ে ডাক্তারদের আন্দোলন, প্লাবিত এলাকায় জলের মধ্যে বিষাক্ত- হিংস্র প্রাণীর ভয়ের মধ্যে দিনগুজরান, বেহাল রাস্তা, চাকরী না পাওয়া মানুষের যন্ত্রণা, চাকরী প্রার্থীদের আন্দোলন, জীবন্মৃত প্যারা- ভোকেশনাল টিচার, সিভিক ভলেন্টিয়ার, সন্তানহারা পরিবারের বুকফাটা আর্তনাদ! সব মিলিয়ে সন্ত্রস্ত নিরানন্দ পরিবেশ। তার মাঝেই মর্তে দেবীর আবাহন। এমন পরিস্থিতিতে দেবী দুর্গার কাছে একটাই প্রার্থনা— মানুষের সুবুদ্ধির উদয় হোক। মানুষ মানুষ হোক।

পান্থজনের পথলিপি

দেবাশিস রায়চৌধুরী

[প্রতিনিয়ত মাথা নিচু করে হাঁটতে হাঁটতে এতদিন সে শুধু মাটি দেখেছে। রাস্তায় চোখ রেখে চিনেছে অজস্র পায়ের মানচিত্র।এভাবেই পড়া হয়ে গেছে ছোটো বড় পায়ের বিচিত্র ভূগোল। তখন তার চারপাশে সবাই ব্যস্ত ছিল পদপল্লব উপাসনায়। সে নিজেও তো এই সিলেবাসের ছাত্র ছিল। পরিচিত পাঠাভ্যাসে,হেঁটমুণ্ড উর্ধপদ সে কখনও আকাশ দেখেনি। কোনও পান্থশালায় একটু জিরিয়ে নেওয়ার সময় সে পায়নি। আজ পথের প্রান্তদেশে এসে হঠাৎ তার পদস্খলন হল। এখন চিৎপাত শুয়ে এক পান্থ দেখছে তার মাথার উপর অনন্ত আকাশ। কী অপার মহিমা তার ! এবার দু'হাত মাটিতে রেখে উঠে দাঁড়াচ্ছে সটান। ছটফটিয়ে উঠছে পা। পথ ডাকছে। ডাকছে সিলেবাসের বাইরের এক অন্য জীবন। সে এখন প্রান্ত পথের পান্থ। সেই অচেনা-অজানা জীবন তাকে দেখতে হবে,ছুঁতে হবে,ঘ্রাণ নিতে হবে। তারপর লিখে রাখতে হবে পথের কথা,পান্থজনের টুকরো সংলাপ, প্রান্তবাসীর ঘর গেরস্থালীর নিত্য যাপনকথা। যা কখনও হয়ে উঠতে পারে স্বপ্নকথা হয়তো বা কল্পকথা।]

ভালোবাসা মোরে ভিখারি করেছে

গত সপ্তাহের পর...

তাদের পুত্র শাফিন আহমেদ আজ থেকে মাত্র ৪ দিন আগে এই বছরের জুলাই মাসের ২৪ তারিখ যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া শহরে পরলোক গমন করেছেন। কী অদ্ভুত সমাপতন! কমল দাশগুপ্তের মৃত্যু তারিখ ২০ জুলাই, ছেলে শাহিনের মৃত্যু তারিখ ২৪ শে জুলাই, আবার তার ঠিক তিন দিন পরে কমল দাশগুপ্তের জন্ম তারিখ। কমল দাশগুপ্তের জন্ম হয় ১৯১১ সালে এবং ফিরোজা বেগমের জন্ম ১৯৩০ সালে। দুজনের জন্ম সাল ভিন্ন হলেও এই দম্পতি জন্ম তারিখটি কিন্তু একই ছিল। সেই তারিখটি হল ২৮ জুলাই।

রাত হল। পান্থ হাতের স্মার্টওয়াচে চোখ রাখল। কী আশ্চর্য সেখানে জ্বলজ্বল করছে ১১:৩৪ পি.এম। ২৮ জুলাই ২০২৪।

... সমাপ্ত

পাঠকের চিঠি

'মহালয়া'- শুভ নাকি অশুভ?

'মহালয়া' অর্থাৎ মহান আলয়। দেবী দুর্গাই হলেন সেই মহান আলয় স্বরূপ। হিন্দু ধর্মে মহালয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। পিতৃপক্ষের অবসানে দেবীপক্ষের সূচনা হয় এই দিনে। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে, "আশ্বিনের শারদ প্রাতে ..." -এর মধ্যে দিয়েই মহালয়ার ভোরে আমাদের ঘুম ভাঙ্গে।

তবে মহালয়া শুভ নাকি অশুভ ? এই বিষয়ে বিভিন্ন মহলে বিভিন্ন মতপার্থক্য রয়েছে। সাধারণত মহালয়ার দিন পিতৃ-পুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করার রীতি প্রচলিত। এই দিনটি পিতৃ-পুরুষদের স্মরণ করার দিন। সেই অর্থে দিনটি বেদনার, দিনটি দুঃখের, দিনটি শোক পালনের।

অন্যদিকে পৌরাণিক মতে, মহালয়ার দিন অসুর ও দেবতাদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এদিকে ব্রহ্মার বরে অমরত্ব পাওয়া মহিষাসুরের, কোন নারীশক্তি ব্যতীত পরাজয় ছিল অনিশ্চিত। অসুরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দেবতাদের অনুরোধে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর সৃষ্টি করলেন এক নারীশক্তি, দেবী মহামায়া। তিনিই দেবী দুর্গা; যিনি দেবতাদের দেওয়া অস্ত্র দ্বারা মহিষাসুরকে নিধন করেন। অশুভ শক্তির বিনাশে সূচিত হয় শুভ শক্তির বিজয়।

অনেকের মতে, এই দিন দেবী দুর্গা তার চার ছেলেমেয়ে গণেশ, কার্তিক, লক্ষ্মী, সরস্বতীকে নিয়ে কৈলাস থেকে মর্তে আগমন যাত্রা শুরু করেন। তাই দেবী দুর্গার মর্তাগমন কখনো অশুভ হতে পারে কি?

তবে মহালয়া নিয়ে নানান মহলে নানান বিতর্ক ছিল, আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। তবে একথা বলাই যায়, কোন উৎসব যা সকলের মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়, তা হয়তো কখনো অশুভ হতে পারে না। সকল অশুভ শক্তির বিনাশে শুভ শক্তি, শুভ চেতনা সর্বত্র বিকশিত হোক এটাই আমাদের সকলের কাম্য হোক।

সুদীপ গুহ, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

বনসাই যখন শিল্প

অজয় মজুমদার

গত সপ্তাহের পর...

এই পণ্যগুলির চাহিদা ব্যাপক ভাবে বেড়ে যায়। ফলে এইসব পণ্য ব্যবসায়ীরা পায় পূর্ণ অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সারা পৃথিবী জুড়ে অন্তত দুই কোটি মানুষ এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। মানুষের সৌন্দর্যের প্রতি অনুরক্ততা যত বাড়বে, ততই সামাজিক শৃঙ্খলা ও সুক্ষতা- গভীরতা বাড়বে। একটি বনসাই উদ্ভিদ ভালো দামে বিক্রি হয়। এর বড় খদ্দের হলো শপিংমল, বড় বড় হোটেল ইত্যাদি। এ'ছাড়াও অনেক অর্থনৈতিক ওজনদার ব্যক্তিরা দামি বনসাই কিনে তাদের উদ্যান পরিপূর্ণ করেন। উদ্যানে যদি ভালো বনসাই না থাকে তাহলে মর্যাদায় টান পড়ে। প্রদর্শনীগুলিতে অনেক সময় এমন এমন বনসাই প্রস্তুত কারকের সঙ্গে এমন কিছু নাম দেওয়া হয়-- যারা প্রকৃত বনসাই শিল্পী নন। বনসাই প্রস্তুতকারকের নিকট থেকে ভালো টাকার বিনিময়ে প্রদর্শনীতে আনা হয়েছে। সবশেষে এ কথা বলা যায় যে, এই শিল্পের অর্থনৈতিক বাজার বেশ রমরমা। প্রকৃত প্রস্তুত কারক তার সৃষ্টির মধ্যে দিয়েই আনন্দ উপভোগ করেন। বনসাই প্রস্তুত কারকের নিকট থেকে কিনলেও তাকে পরবর্তি কালে পরিচর্যার দায়িত্ব নিতেই হয়। পরিচর্যা না করলে ধীরে ধীরে বনসাইটির শোভা বিঘ্নিত হয়।

বনসাই অনেকদিন বাঁচে। সেজন্যে এক পুরুষ বা জনুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তিন চার পুরুষ ধরে এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা যায়। যত দিন যাবে বনসাই ততো বেশি সৌন্দর্য বিস্তার করবে। যেমন জাপানি উদ্ভিদের একটি বনসাই পাওয়া গিয়েছিল, নাম জিংকগো বাইলোবা(Ginkgo biloba); জাপানে একে 'চিচিইছো' উদ্ভিদ বলে, এটি একটি বাদাম জাতীয় গাছ। গাছটির বয়স ১৫০ বছর হবে। আর একটি একই ধরনের গাছ যার বয়স ৮০ বছর। চাইনিস জেনিপেনাস চিনিনসিস (Junipenus chinensis) ৭০ বছরের বেশি গাছটির উচ্চতায় ৭০ সেন্টিমিটার। ক্রাব আপেলের অনেক প্রজাতির মধ্যে একটি প্রজাতিকে বনসাই করবার জন্য বেছে নেওয়া হয়।

হ্যালস ক্রাব আপেল (M.halliana) উচ্চতায় ৩৩ সেমি। বয়স মাত্র ১৭ বছর। বনসাইটি ফুলে ফুলে চারিদিক মুখরিত করে রেখেছে। আবার ওই একই প্রজাতির একটি গাছ জাপান থেকে আমদানি করা হয়েছে। গাছটি উচ্চতায় ৩৮ সে.মি। বয়স ৩০ বছর। ফুল গাছের বনসাইয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। ৬০ বছরের একটি গাছ জাপান থেকে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী গুলিতে আসে। গাছটির নাম হলো বুদ্ধ পাইন। চীন দেশের এই গাছের নাম সেলো'স টংগি পাইন। সৌন্দর্যের বিচারে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। প্যানিকা গ্রানেটাম নামে একটি ফল গাছের বনসাই উচ্চতায় ১৭৫ সেমি। বয়স ১০০ বছর। আরেকটি চীন প্রজাতির বনসাই উদ্ভিদ, বয়স ৩৫ বছর। বনসাইটির নাম দেওয়া হয়েছিল রোমিং ড্রাগন হান্টিং ফর পার্লস। পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন বনসাই হল নেনডিনা ডমেস্টিকা (Nandina domestica)। গাছটির উচ্চতা ৮০ সে.মি। বয়স ৫০০ বছরের বেশি। এই বনসাইটির মালিক চীনের অধিবাসী। এই ৫০০ বছরের গাছটি ওই চীনা মানুষটির কত পুরুষের লালন-পালন করা গাছ-- তা বেশ অনুমান করা যায়। মনে প্রশ্ন জাগে, এই শিল্পটি তাহলে পারিবারিক ও বংশানুক্রমিক বন্ধনকে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে দেয়। সামাজিক বন্ধনকে কি ভীষণ দৃঢ়তা প্রদান করে। তাহলে এ শিল্প শুধু যে পরিবেশ সুরক্ষা বা পারিবারিক বন্ধনের ফাঁসই নয়, সুস্থ স্বাভাবিক মানসিকতা, সুনাগরিক হতেও সাহায্য করে। শিল্প মানসিকতা উগ্রতাকে বর্জন করে। সূক্ষ্ম ও গভীর চিন্তা আনতে সাহায্য করে। আর সেই চিন্তা ভাবনা মনন মানুষের জীবনে যদি বেশি করে ছড়িয়ে পড়ে,

চলবে...

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

গত সপ্তাহের পর...

এসব কথা শুনে আমার মায়ের চোখ চিকচিক করছে। প্রদীপকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করলেন। বললেন," মা বাবা সকলেই কাজে ব্যস্ত আছেন তো এইজন্য তারা তোমাকে সময় দিতে পারে না। তার জন্যে দুঃখ করতে নেই। আমি আজকে একটু নলেন গুড়ের পায়েস এনেছি। তুমিও খেয়ে নিও। এরাও সকলে খাবে।"

এই কথা বলেই মা ব্যাগের থেকে একটা বড় টিফিন বাটি বের করলেন। তারপর শম্ভু দাকে বলল, " যা স্যার-এর কাছ থেকে একটা বাটি নিয়ে আয়।" মা প্রত্যেককেই একটা করে বাটি বের করতে বলল। সকলে বাটি বের করল। মা সাথে একটা হাতাও নিয়ে এসেছিল। তাতে করে প্রত্যেককে এক এক হাতা করে পায়েস দিল। শম্ভুদা যে বাটি এনেছিল স্যারের কাছ থেকে, মা তাতে দু'হাতা পায়েস দিয়ে বলল, "যা, এটা স্যারকে দিয়ে আয়।" সবাইকে পায়েস দেওয়া হলে মা আমাকে আর শম্ভু দাকেও এক হাতা করে পায়েস দিল। টিফিন বাটি ফাঁকা। শম্ভুদা বলল, "জ্যেঠি টিফিন বাটি টা দাও। আমি ধুয়ে এনে দিচ্ছি। তুমি তো এটা বাড়ি নিয়ে যাবে, তাই।"

"ঠিক আছে, যা, এটা একটু ধুয়ে নিয়ে আয়।" বলে ওটা শম্ভু দার হাতে দিয়ে দিল। আমি একটু আড়ালে গিয়ে দেখলাম, শম্ভুদা টিফিন বাটিটা আঙুল দিয়ে চেটে চেটে খাচ্ছে।

মা-বাবা চলে গেলে প্রদীপ আমার কাছে এসে বলেছিল, "তোর মা খুব সুন্দর। তোর মাকে দেখে আসল মায়ের মতো মনে হয়। আমার মাকেও এরকম দেখা যায়, যখন কোনও সিনেমায় অভিনয় করে। তাছাড়া বাড়িতে যখন মা থাকে, সে সময় মাকে দেখে আমার একটু ভয় ভয় করে।"

বলেছিলাম, "মাকে আবার ভয় কিরে! মা তো মা'ই হয়! আসল আর নকল কী!"

" মা যখন বাড়িতে থাকে, সেজেগুজে বসে থাকে। মায়ের গায়ে হাত দিতে ভয় করে। যদি কিছু বলে দেয়। দেখ না, তোর মা ঠিক সিনেমার মায়ের মতো। আমি বললাম, "আমার মা বাড়িতে সব সময় এরকমই শাড়ি পরে থাকে। সব সময় মায়ের গা থেকে মা মা গন্ধ বেরোয়।"

প্রদীপ বলল, "তোর মা যে পায়েসটা এনেছিল, এটা কী সুন্দর। আমি এরকম গন্ধওয়ালা পায়েস কোনদিনও খাইনি। আজকে বুঝলাম, 'লোকে কেন বলে গ্রামের মানুষ খাঁটি জিনিসটাই খায়।' এটা কী দিয়ে বানানো তুই জানিস। আমি একদিন আমাদের বাবুর্চিকে সেভাবে এই পায়েস বানাতে বলবো।"

আমি বললাম, "এ আর এমন কী! শীতকালে প্রায় দিনই আমাদের বাড়িতে এরকম পায়েস তৈরি হয়। গোবিন্দভোগ চালের সাথে, বেশ খানিকটা গরুর দুধ আর নলেন গুড় মিশিয়ে এই পায়েস তৈরি করে। এছাড়া আর কী করে আমি ঠিক বলতে পারবো না।"

চলবে...

গাইঘাটা এপিসি রায় ফাউন্ডেশনের মেধা অন্বেষণ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

নীরেশ ভৌমিকঃ গত ২৯ সেপ্টেম্বর সারা রাজ্যে অনুষ্ঠিত হয় নবগঠিত এ পি সি রায় ফাউন্ডেশন আয়োজিত মেধা অন্বেশণ পরীক্ষা। সংগঠনের সম্পাদক বিদ্যুৎ মজুমদার জানান, সারা রাজ্যের ১৩টি জেলার বিভিন্ন স্কুলের তিন সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী এই প্রতিভা অন্বেষণ পরীক্ষায় অংশগ্রহন করেছে। রাজ্যের ৪৩টি কেন্দ্রে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। সারা রাজ্যের সাথে গাইঘাটা ব্লকেও এদিন পড়ুয়াদের এই প্রতিভা অন্বেষন পরীক্ষা সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়। ব্লকের অন্যতম পরীক্ষা পরিচালক তথা প্রধান শিক্ষক মনোতোষ মজুমদার জানান, এদিন গাইঘাটা ব্লকের ঢাকুরিয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্রে ব্লকের ২৭টি স্কুলের চতুর্থ ও অষ্টম শ্রেনির দুই শতাধিক পরীক্ষার্থী আয়োজিত পরীক্ষায় বসে। মনোতোষবাবু জানান, আগামী ১৫ ডিসেম্বর রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের মকটেস্ট নেওয়া হবে।

বন্যা কবলিত এলাকায় জেলা শাসক প্রশ্ন করলেন পুলিশ সুপার

সংবাদদাতা : নিম্ন চাপের প্রভাবে গাইঘাটার সুটিয়া শিমুলপুর রামনগর সহ ছটি পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকায় জলমগ্ন। ইতিমধ্যেই কয়েক হাজার পরিবার ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। সুটিয়া পঞ্চায়েত এলাকায় পুলিশের পক্ষ থেকে কমিউনিটি কিচেন চালু করা হয়েছে।

বুধবার সুটিয়ার কমিউনিটি কিচেন, ত্রাণ শিবির সহ একাধিক এলাকা পরিদর্শন করলেন উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক শরৎকুমার দ্বিবেদী, এডিএম আকাঙ্খা ভাস্কর, বনগাঁর পুলিশ সুপার দীনেশ কুমার, সেচ দপ্তরের জেলা আধিকারিক সহ বিভিন্ন দপ্তরের একাধিক কর্তারা। ওই প্রতিনিধি দল প্রথমে গাইঘাটা ব্লক অফিসে আসেন। সেখানে প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে মিটিং করেন জেলা শাসক। তারপরেই দলটি সুটিয়া এলাকায় যান। এলাকার কমিউনিটি কিচেনের খোঁজখবর নেন। কথা বলেন দুর্গত মানুষদের সঙ্গে। পানীয় জল ও খাবারের বিষয়ে খোঁজখবর নেন। ওই কমিউনিটি কিচেনে দুর্গতদের মধ্যে খাবার পরিবেশন করতে দেখা যায় বনগাঁর পুলিশ সুপার দীনেশ কুমারকে। এর পরেই ওই দলটি পাঁচপোতা বাজার এলাকার একটি স্কুলে ত্রাণ শিবির চলছে, সেখানে যান। ত্রাণ শিবিরে উপস্থিত দুর্গতরা ইছামতি নদী সংস্কারসহ সহ একাধিক সমস্যার কথা বলেন জেলা শাসকের সামনে।

গাইঘাটা ব্লক সূত্রে জানা গিয়েছে, টানা বৃষ্টিতে গাইঘাটা ব্লকের রামনগর সুটিয়া ডুমা সহ ৬টি পঞ্চায়েতের বেশ কিছু এলাকায় জল ঢুকে প্লাবিত হয়েছে। সম্প্রতি নিম্নচাপের প্রভাবে প্রায় ৪ হাজার মানুষ জলমগ্ন। প্রতিটি এলাকাতেই ত্রাণ শিবির করা হয়েছে। চাল, ত্রিপল দেওয়া হয়েছে। রান্না করা খাবার দেয়া হচ্ছে। পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রতিটি পঞ্চায়েত এলাকায়। সুটিয়া পঞ্চায়েত এলাকায় দুটি কমিউনিটি কিচেন করে কয়েকশো পরিবারের দৈনিক খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে। বৃহস্পতিবার থেকে বন্যা কবলিত এলাকায় স্বাস্থ্য শিবির শুরু করা হচ্ছে।

পরিদর্শন শেষে এডিআই আকাঙ্খা ভাস্কর বলেন, যে সমস্যা রয়েছে, সেগুলো আমরা সরে জমিনে খতিয়ে দেখতে এসেছি। পুলিশ সুপার বনগাঁ সমস্ত দপ্তরের জেলা আধিকারিক ও ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনিয়ারও ছিলেন। আমরা জয়েন্ট ভিজিট করে একটি রিপোর্ট তৈরি করছি। আমরা কমিউনিটি কিচেন ঘুরে দেখলাম। দুর্গত এলাকায় ও ত্রাণ শিবিরের কি প্রয়োজন আছে সেগুলো দেখতে এসছি। পানীয় জল নিয়ে পিএইচকে বলা হয়েছে পাউচ জল দিতে। সব এলাকাগুলি ভিজিট করে যা সমস্যা আছে সেগুলো আমরা শুনে সমাধান করব। আগামীকাল একটি স্বাস্থ্য শিবির করা হবে সুটিয়া এলাকায়।

রক্ত দিলেন ৪৮ জন

নীরেশ ভৌমিক ঃ রক্তের কোন বিকল্প নেই, মানুষের প্রয়োজনে মানুষকেই রক্ত দিতে হয়। তাই রক্তদান জীবন দান, রক্ত দা,ন মহৎ দান। এই আদর্শকে সামনে রেখে গত ২৯ সেপ্টেম্বর এক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে গাইঘাটা ব্লকের চাঁদপাড়ার দেবীপুরের অন্যতম সমাজসেবি সংগঠন স্বামী প্রনবানন্দ পাঠচক্র কর্তৃপক্ষ। সংগঠনের সভাপতি বিশিষ্ট সমাজকর্মী অভিজিৎ বিশ্বাস জানান, এদিনের আয়োজিত রক্তদান শিবিরে বনগাঁ জে.আর.ধর মহকুমা হাসপাতাল ব্লাড ব্যাঙ্কের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীগণ ৪৮ জন স্বেচ্ছা রক্তদাতার রক্ত সংগ্রহ করেন। উদ্যোক্তা ও রক্তদাতাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাতে শিবিরে আসেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী দেবদাস মণ্ডল, চন্দ্রকান্ত দাস, অসীম বসু, শিক্ষক প্রশান্ত রায়, অপূর্বলাল মজুমদার, ছিলেন স্থানীয় সাংসদ ও বিধায়ক শান্তনু ঠাকুর ও স্বপন মজুমদার প্রমুখ। বিশিষ্ট জনেরা তাঁদের বক্তব্যে প্রণবানন্দ পাঠচক্রের সদস্যদের এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে রক্তদানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করে আয়োজিত রক্তদান উৎসবের সাফল্য কামনা করেন। রক্তদান উপলক্ষ্যে এদিনের আয়োজিত শিবির অঙ্গনে অনুষ্ঠিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্থানীয় ছোট-বড় শিল্পীগণ সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশন করেন। বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কর্মী ও আবৃত্তিকার সঞ্জীব দাস ও দিলীপ বিশ্বাসের পরিচালনায় এবং এলেকার বহু সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষজনের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ও অংশগ্রহনে সার্থক হয়ে ওঠে এদিনের সমগ্র কর্মসূচি।

প্রধান শিক্ষকের বিদায় সংবর্ধনা

প্রথমপাতার পর...

ঝমঝম, তবে তা অশ্রুবৃষ্টি। সঙ্গে ব্যথার বজ্র নামে বুকে। গত পক্ষ ধরে ছাত্রছাত্রীরা এই দিনটির আয়োজন করছিল বড়ই আন্তরিকতায়। মাটির প্রলেপ ও খড় দিয়ে বিভূতিভূষণ মঞ্চে তৈরি করেছিল গ্রামদেশ। এঁকেছিল তাতে গ্রামচিত্র। সেথায় আয়োজন কত গুণীজনের স্মৃতিকথার। বিদ্যালয় ছিল একদিন টিনের ড্রামের একচিলতে ছাউনি, আর আজ সে চারাগাছ প্রকাণ্ড এক মহীরুহ! লোকমুখে গত দু-দশকে শক্তিগড় হাইস্কুলের নানা বিভাগে উন্নয়ন প্রবাদের মতো ছড়িয়ে। নেপথ্যে ঝড়ের মাঝে জ্বলন্ত এক প্রদীপশিখা। এদিন শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে নানান গুণীজনের মাঝে ছিল বিদ্যালয়ের তিরশজন শিক্ষার্থীদের নিয়ে গঠিত নাট্যদলের উপস্থাপনা 'আঁখি-পদ্মা'। মুকুন্দ চক্রবর্তীর নাটকটিতে নির্দেশনায় ছিলেন বিদ্যালয়-শিক্ষক কনক মণ্ডল। নাটকের পরান মাস্টার সম্পর্কে একটি সংলাপ ছিল, "ওই ইশকুলডাই তো তুমার জেবন, পরানদা!" কোথাও যেন নাটকের পরান মাস্টার ও শক্তিগড় হাইস্কুলের প্রদীপবাবু মিলেমিশে একাকার হয়ে যান। মঞ্চে পরদা নামে, কিন্তু জীবন শিক্ষার প্রদীপ জ্বলতেই থাকে হৃদয়ে।

আশীর্বাদ দুর্গতদের

প্রথমপাতার পর...

বেশিরভাগ টাকা আমরা বিলি করে দুর্গত মানুষদের পাশে দাঁড়ালাম।'

সামগ্রী নিয়ে খুশি খুশি মনে জল ভেঙে কেউ বাড়ি ফিরলেন, কেউ ত্রাণ শিবিরে ফিরে গেলেন। তাদের বক্তব্য, ঘর থেকে বেরোনো যাচ্ছেনা। অনেকের ঘরের মধ্যে জল। কাজকর্ম নেই। ক্লাবের পক্ষ থেকে আমাদের পাশে দাঁড়ানোবয় খুব উপকার হল। ক্লাব কর্তা দের উদ্যোগকে ধন্যবাদ জানিয়ে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন দুর্গত বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা।

গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতি

গাইঘাটা ব্লক ● উত্তর ২৪ পরগণা।

১। ডেঙ্গু প্রতিরোধে মশার প্রজনন স্থান নির্মূল করতে হবে। জমে থাকা জলে মশার বংশবৃদ্ধি হয়। আপনার আশেপাশে ও অব্যবহৃত টবে, টায়ারে, প্লাস্টিকের গ্লাসে জল জমতে দেবেন না। নর্দমার জল পরিষ্কার রাখুন।

২। বাড়ির চারিপাশে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন। ডাস্টবিন ব্যবহার ও প্লাস্টিক বর্জন করুন।

৩। বন্যা দুর্গতদের কাছে রান্না ও শুকনো কাবার, ত্রিপল, চাল, আলু, পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া।

৪। বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা ও ওষুধ বিলি।

৫। বস্ত্রদান।

৬। এলেকার পরিবেশকে স্বচ্ছ ও নির্মল রাখতে পরিবেশের অত্যন্ত ক্ষতিকারক প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ ব্যবহার বন্ধ করুন।

সৌজন্যে,

শ্রীমতী ইলা বাকচী
সভাপতি

শ্রী নীলাদ্রি সরকার
ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক

ফুল দাম আকাশ ছোয়া, সমস্যায় ফুল চাষি

জয় চক্রবর্তী : কয়েকদিনের বৃষ্টিতে বনগাঁ মহকুমার বিস্তীর্ণ ফুল চাষের জমিতে জল দাঁড়িয়ে গিয়েছে । ফুল চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ব্যাপকভাবে। এরই প্রভাব পড়ল ফুলের বাজারে। ফুলের দাম কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে। বনগাঁ মহকুমার বড় পাইকারি ফুল বাজার ঠাকুরনগর ফুলবাজার। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ফুল ব্যবসায়ীরা এসে এই পাইকারি বাজার থেকে ফুল নিয়ে যান। ফুলের দাম আকাশ ছোঁয়া হওয়ায় বেশি দাম দিয়ে অল্প ফুল কিনেই ফিরছেন তারা।

বনগাঁর ফুল চাষিরা জানিয়েছেন, চাষের মাঠে জবা ফুল, গাঁদা ফুল, গোলাপ ফুল, রজনীগন্ধা, আকন্দ নীলকণ্ঠ, পদ্ম ফুলসহ একাধিক ফুলের চাষ করা হয়েছিল। দিন কয়েক আগের লাগাতার বৃষ্টিতে চাষের মাঠগুলি জলে ভরেছে। জল জমে গাছের গোড়া পচে গাছ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। গাছে ফুল হচ্ছে না। ফলে এবছর আর ফুল চাষ করতে

পারবে না বহু চাষী। চাষীদের কথায়, পুজোর মরশুমে, বিশেষ করে দুর্গাপুজোর সময় ফুল বিক্রি করে লাভের মুখ দেখেন চাষীরা। কিন্তু এবার ফুল গাছ নষ্ট হয়ে অভাব অনটনের মধ্যে পুজোটা কাটবে।

ঠাকুরনগর ফুল বাজারের ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, নদীয়া, গোপালনগর, গাইঘাটা, বাগদা সহ একাধিক এলাকার ফুল চাষী এই বাজারে ফুল নিয়ে আসে। মাঠে জল থাকায় ফুল নেই বললেই চলে। তাই বেশিরভাগ চাষী ফুল নিয়ে ঠাকুরনগর আসছেন না। কয়েকজন অল্প কিছু ফুল নিয়ে এলেও প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। বাজারে যা চাহিদা রয়েছে, তার অর্ধেকের কম ফুল আসছে। বর্তমানে রজনীগন্ধা, গাঁদা ফুল, পদ্মফুল নীলকণ্ঠ, জবা ফুলের দাম গত বছরের তুলনায় এবছর ডবলের বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। দাম বেশি চাওয়ায় ক্রেতারা ক্ষুব্ধ হচ্ছে।

এক চাষীর কথায়, গত বছর আকন্দ ফুল একশ টাকার মধ্যে কেজি ছিল এই সময়ে। বর্তমানে তা ৪০০ টাকার বেশি দামে বিক্রি করতে হচ্ছে। পুজোর দিনগুলিতে আকন্দ ফুল আরো দামী হয়ে যাবে। পদ্মফুলের দাম ১৫ টাকা ছাড়িয়েছে। গোপালনগর এর সাতবেড়িয়া এলাকার এক ফুল চাষির কথায়, 'মাঠের সব ফুল নষ্ট হয়ে গিয়েছে। একটি উঁচু জমিতে কিছু ফুল হচ্ছে, সেটা নিয়েই বাজারে আসছি। কলকাতার গড়িয়া দক্ষিণ ২৪ পরগনা ভাঙড় এলাকা থেকে ঠাকুরনগর বাজারে ফুল কিনতে এসেছিলেন কয়েকজন ব্যবসায়ী।

তাদের কথায়, পুজোর দিনগুলিতে বিভিন্ন ক্লাবের ফুলের অর্ডার আগে থেকে ধরা রয়েছে। বাজারে ফুল কম, দামও অনেক বেশি। এবার চরম ক্ষতির মুখে পড়েছি আমরা। কিভাবে পুজোর পাঁচটা দিন সামলাবো তা ভেবে পাচ্ছিনা।

সামনে পুজো। পুজোর দিনগুলিতে ফুলের দাম আরো বাড়বে। চাহিদার তুলনায় বাজারে জোগান কম। ফলে গুরুতর সমস্যায় পড়েছেন বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

সম্পর্ক গড়ে

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

আমাদের সোনার দাম পেপার- রেট ও নৈমিত্তিক মূল্য অনুযায়ী

(১) আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার। (২) আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে। (৩) আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়। (৪) পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে। (৫) আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন। (৬) আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে। (৭) সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন। (৮) প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্‌ট ভাউচার। (৯) কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। (১০) সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স। (১১) আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার। (১২) নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন। (১৩) জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে। (১৪) সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে। (১৫) অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন। (১৬) Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে। (১৭) অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন। (১৮) দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন। (১৯) আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা। (২০) Website : www.newpcjewellers.com (২১) e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ
(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ, হাটখোলা,
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

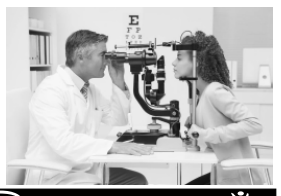

চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে।
যোগাযোগ করতে পারেন। মো: 8967028106

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

মহালয়ার প্রাক্কালে গোবরডাঙা পরম্পরার মহিষাসুরমর্দিনী মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত

নীরেশ ভৌমিক ঃ দেবী পক্ষের প্রাক্কালে (মহালয়া) মহিষাসুরমর্দিনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে গোবরডাঙার অন্যতম সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান পরম্পরা। গত ১ অক্টোবর সন্ধ্যায় স্থানীয় শিল্পায়ন স্টুডিও থিয়েটার হলের দীপাব্রক্ষ্ম মঞ্চে শিল্পায়ন প্রযোজিত মানব পুতুল 'সংহার' পরিবেশিত হয়। সন্তান সহ দেবী দুর্গার অসুর নিধনের অভিনয় সমবেত দর্শক মন্ডলীর মনোরঞ্জন করে। এরপর পরম্পরার কর্ণধার রাজু সরকারের সামগ্রিক পরিকল্পনায় পরিবেশিত হয় লাইভ 'মহিষাসুর মর্দিনী' শীর্ষক সংগীত ও নৃত্যের অনুষ্ঠান। শিল্পীদের উলু ও শঙ্খধ্বনির মধ্যদিয়ে মঞ্চে মঙ্গল ঘট স্থাপন ও প্রদীপ প্রজ্জ্বালনের মধ্যে দিয়ে কাশফুলের সজ্জায় দেবীর আবাহন হয়। স্বনামধন্য শিল্পী রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. চন্দন কুমার রায়ের উদাত্ত কণ্ঠের চন্ডীপাঠ ও সংগীত এবং বিশিষ্ট নৃত্য শিল্পী চিন্ময় পাল ও মৌমিতা দত্ত বণিকের মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠান সমবেত দর্শক ও শ্রোতামন্ডলীর উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে। পরম্পরার জন্য পঁচিশ শিল্পীর কণ্ঠের সংগীত, মনোজ্ঞ নৃত্য ও শিল্পীদের সুমধুর বাজনায় সমগ্র অনুষ্ঠান বেশ আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে। পরম্পরা প্রযোজিত ঘন্টা দুয়েকের মহিষাসুর মর্দিনীর লাইভ অনুষ্ঠান হলভর্তি দর্শক মন্ডলীকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসিয়ে রাখে।

ইফকোর আলোচনা চক্র

নীরেশ ভৌমিক ঃ ২৭ সেপ্টেম্বর গাইঘাটা ব্লকের বাংলানি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনায় এবং দেশের ঐতিহ্যবাহী সার প্রস্তুতকারী সংস্থা ইন্ডিয়ান ফার্মার্স ফার্টিলাইজার কো-অপারেটিভ লিঃ (ইফকো) এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এক কৃষি আলোচনা চক্র। এদিন অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত সমিতির বার্ষিক সাধারন সভা ও অলোচনা চক্রে সমিতির সদস্য ১০০ জন কৃষিজীবী মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সভায় ইফকোর জেলার ফিল্ড ম্যানেজার বিশিষ্ট কৃষি ও সার বিশেষজ্ঞ মিঃ রীতেশ ঝা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, ইফকোর জেনারেল বডির অন্যতম প্রতিনিধি ভবসিন্ধু বিশ্বাস। বার্ষিক সাধারন সভায় উপস্থিত কৃষকদের সামনে ইফকোর প্রতিনিধি মিঃ ঝা ইফকোর যুগান্তকারী আবিষ্কার ন্যানো ইউরিয়া ও ন্যানো ডিএপি (তরল) সারের গুনাগুন এবং জমিতে এবং বিভিন্ন ফসলে ব্যবহারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এবং সেই সঙ্গে প্রয়োগ পদ্ধতি বিশদে তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। এছাড়া ইফকোর সাগরিকা ও বায়োফার্টিলাইজার সারের গুনাগুন সম্পর্কেও বিশদে আলোচনা করেন কৃষি ও সার বিশেষজ্ঞ রীতেশজী। সমিতির পক্ষ থেকে এদিন সভায় উপস্থিত সকল কৃষকগণের মধ্যে সমিতির পক্ষ থেকে ৩০০ বোতল ন্যানো ইউরিয়া প্রদান করা হয়। বার্ষিক সভায় উপস্থিত কৃষকগণ বিনামূল্যে ইউরিয়া (বোতল) সার পেয়ে অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

দীর্ঘ ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

সবিতা অ্যাড এজেন্সি

বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের জন্য যোগাযোগ করুন...

M. 9474743020

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**